

কিছু প্রশ্ন কিছু আশা

শ্রদ্ধেয়া আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা সমীপেষু-

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট আর ২০০৮ সালের ২১ আগস্ট বাংলাদেশের ইতিহাসে দুটো কলংকিত দিন হয়ে থাকবে। দলমত-মত নির্বিশেষে আওয়ামী লীগ সহ জোট সরকার, তাঁর সহযোগী ইসলামী দল গুলো ও একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছেন ২১ তারিখের আক্রমণ ছিল বাংলাদেশ ও দেশের সার্বভৌমত্বের ওপর। সুতরাং ক্ষমতা পরিবর্তিত অবস্থায়, ইতিহাসের কলংকিত দিন দুটো আওয়ামী লীগ পালন করবে জাতীয় শোক দিবস হিসেবে আর বি, এন, পি ও ইসলামী দলগুলো চেষ্টা করবে ইতিহাস থেকে ঐ দিন দুটো মুছে ফেলতে। অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছে বাংলাদেশের রাজনীতিতে অতি সত্বর না হলে ও আগামী নির্বাচনে আমূল একটা পরিবর্তন আসবে। তার আগে কিছু প্রশ্ন আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনার কাছে সবিনয়ে রাখতে চাই।

- বঙ্গবন্ধুর সময়ে ই ছাত্র-নেতা আ, স, ম, আব্দুর রব, ও আপনার সময়ে বঙ্গবন্ধুর ডান হাত ডঃ কামাল হোসেন এবং তিনির অতি প্রিয়জন বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী আওয়ামী লীগ ছেড়ে চলে যান। আজ ১১ দল সহ সরকার-বিরোধী দল গুলো নিয়ে যে বৃহত্তর ঐক্যজোট হতে যাচ্ছে, আওয়ামী লীগ আগামী নির্বাচন ও নির্বাচনের পরে এ ঐক্য ধরে রাখতে পারবে তো?
- সেদিন আপনার শাসনামলে উদ্দীচির অনুষ্ঠানে ও রমনাবটমূলে বোমা আক্রমণ সহ অনেক সন্ত্রাসী ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত না করে দায়ী করেছিলেন বিরোধী দলকে, অজুহাত দেখিয়েছিলেন বিশ বৎসরের সামরিক শাসনে আমলা থেকে প্রশাসন, পুলিশ, বিচার বিভাগ সহ সমাজের সর্বস্তরে ঘুনে ধরে গেছে। অভিযোগটা যদি ও আংশিক সত্য ছিল তাতে কিন্তু ক্ষুধার্ত ভুক্তভোগী জনগণ আশ্বস্ত হতে পারেনি। সেদিন সন্ত্রাস দমনের আন্তরিক উদ্যোগটা ও পরিলক্ষিত হয়নি। পরিণাম পরবর্তি নির্বাচনে আওয়ামী লীগ এর পরাজয়। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলে ই নিম্নস্তরে দলের কিছু চুন্নু পুটি রাতা-রাতি হাঙ্গর-কুমীর হয়ে যায়। দলের চেয়ে দেশ বড় এই বিশ্বাস রেখে পারবেন তো দলের ভিতরে ও বাহিরের সকল প্রকার সন্ত্রাসী দানবদেরকে কঠোর হস্তে দমন করতে?
- প্রতিবাদ জানানোর জন্যে হরতাল নয় সংসদ ও জনসভা ই উত্তম পন্থা। কথাটা আপনারই। ১৯৮২ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর জারি করা গণকর্মচারী শৃঙ্খলা অধ্যাদেশটি আপনার শাসনামলে ও কি বলবৎ ছিল? এ অধ্যাদেশটির ৪ ধারা অনুযায়ী বিগত ২৪ ও ২৫ আগস্ট তারিখের

হরতালের কারণে কাজে অনুপস্থিত ১ লাখ ৪৫ হাজার সরকারী কর্মচারী গণের বেতন কাটা হবে বলে সরকার ঘোষণা দিয়েছে। বিধান অনুযায়ী সরকারের এ সিদ্ধান্ত আদালতে চ্যালেঞ্জ করা যাবে না। ফলাফলটা কি দাঁড়ালো? হরতালের ফলাফল আওয়ামী লীগ এর পক্ষে না বিপক্ষে যাচ্ছে? কেন রেল লাইন উৎপাটন, কেন সরকারী বেসরকারী অফিস সহ সাধারণ মানুষের দোকান পাট ভাংচুর করা? কার সম্পদ বিনষ্ট করা হচ্ছে? দল নয় জনগণের সার্থে পারবেন কি হরতাল বন্ধ করে দিতে?

- সেদিন আপনার শাসনামলে যদি বি.টি.বি সহ সকল প্রচার মাধ্যম গুলোকে সায়ত-শাসন দেয়া হতো তাহলে আজ বি.টি.বি এর ন্যাকারজনক আচরণ দেখতে হতো না। আওয়ামী লীগ কি শিক্ষা নেবে তাঁর অতীতের ভুল থেকে?
- আপনি বলেছেন বি.এন.পি সরকার প্রমান করুক তারা ২১ আগস্ট এর ঘটনায় জড়িত ছিল না। একজন রাজনীতিবিদ এর কাছ থেকে এমন কথা আশা করা যায় না। অপরাধীর জন্য জরুরী নয় নিজেকে নির্দোষ প্রমান করা, সাক্ষীকে ই প্রমান করতে হয় অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষী। আওয়ামী লীগ নেতা আহসান উল্লাহ মাস্টার হত্যার ও ডঃ হুমায়ুন আজাদ হত্যার প্রচেষ্টা, উভয় ঘটনায় কান্ডজ্ঞানহীন ভাবে বেগম খালেদা জিয়া আওয়ামী লীগকে দায়ী করলেন, আর আজ তাঁর ই সুরে ২১ এর ঘটনায় সরকার ও মৌলবাদীদেরকে দায়ী করছেন আপনি। খালেদা জিয়া আর আপনার মধ্যে পার্থক্যটা রইলো কোথায়? সেদিন আপনার শাসনামলে কথায় কথায় বলতেন ‘আইন তার নিজস্ব গতিতে চলে’। পারবেন কি আপনার কথা ও কাজের বাস্তব রূপ দিতে?
- সেদিন আপনার শাসনামলে ধর্মীয় রাজনীতি যদি বন্ধ করে দিতে পারতেন, আজ ব্যাংগাচির মত এত মৌলবাদী দল গজিয়ে উঠতে পারতো না। দাউদ হায়দার, তসলিমা নাসরিনকে পরবাসে থাকতে হতো না আর হয়তো হুমায়ুন আজাদ আজ ও বেঁচে থাকতেন। পারবেন কি বাংলাদেশে ধর্মীয় রাজনীতি চিরতরে বন্ধ করে দিতে?

আমরা আশা করবো উপরোক্ত সব ক’টি প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ সুচক হবে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী, জাতীয়তাবাদ ও গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ধর্মনিরপেক্ষ অসাম্প্রদায়িক দল আওয়ামী লীগ এর কাছে ই এ দেশের জনগণের প্রত্যাশা বেশী।

সৈয়দ হাবিবুর রহমান
ইংল্যান্ড ২০০৮।